১২৯ এ, বালিগঞ্জ গার্ডন্‌স্‌
কলিকাতা ১৯ হইতে
শ্রীপ্রতিভা দেবী কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ ঃ
ফাল্গুন, ১৩৬৭

প্রাপ্তিস্থান ঃ
এ মুখার্জি অ্যাণ্ড্ কোং
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট্

১, রমেশ মিত্র রোড্,
কলিকাতা ২৬
দি নিউ প্রেস হইতে
শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য
কর্তৃক মুদ্রিত

'প্রবাসী', 'বিচিত্রা', 'বিশ্বভারতী-পত্রিকা', 'দেশ', প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে কবিতাগুলি বেরিয়েছিল। কোন-কোনটি লেখা হয়েছিল ৩০।৩৫ বছর আগে; আর কতকগুলি সাম্প্রতিক। যাঁরা তাঁদের কাগজে কবিতাগুলিকে স্থান দিয়েছিলেন, তাঁদের এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাই।

পূর্ব-প্রকাশিত 'কুটীরের গানে', 'নিশান নাও'-য়ে অথবা এ গ্রন্থে —কোনটিতেই আমি রচনার কাল অনুসারে কবিতাগুলিকে সাজাইনি।

'প্রীতি'কে—

হিম ঝরে ওই, ঘনিয়ে আসে রাতি।
হাত ছেড়ো না, ওগো পথের সাথী।
হাওয়ায় কাঁপে শরীর জড়োসড়ো
—এ দীপখানি ধরো।

—কবি।

# সূচী

বিষয় | পৃষ্ঠা

## দার্জিলিঙে

জানালা খুলিয়া আছি, কুয়াশায় চারিদিক্ ছাওয়া,
সমুখের গাছপালা শাদা হয়ে গেছে কুয়াশায়,
মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামে, বহে আসে কনকনে হাওয়া,
ঘরবাড়ী মুছে গেছে, ঢেকে গেছে ঘন আবছায়।

শীতের রাত্রির মত' ঘনাইছে অলস আবেশ,
দিনের দুপুর বেলা বাষ্পমাঝে আপনা হারায়,
চেনা সে পৃথিবী নহে, অপরূপ স্বপনের দেশ,
এ কোন্ নূতন রাজ্য ঘিরিয়াছে ছায়ার মায়ায়।

কুয়াশা সরিয়া যায়, ঘরবাড়ী ছবির মতন,
উঁচুনীচু পাহাড়ের কতদূর সোপানের মালা,
ফুলপাতা মেঘমালা ছবি আঁকে শতেক বরণ,
প্রকৃতি সাজায় নিতি অপরূপ সুষমার ডালা।

কত উঁচু ঢেউ জাগে, কত নীচে ঢেউ ভেঙে যায়,
আকাশের গায়ে হাসে পাথরের কঠিন সাগর,
তুষার-গিরির শির রূপালি মেঘেতে মিশে যায়,
আবার কুয়াশা এসে ঘিরে ফেলে দিক্ দিগন্তর।

## ঘুম

অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়াছি ছায়াময় পাহাড়িয়া পথে,
দক্ষিণে নেমেছে নীচে রাশিরাশি রঙের তুফান,
পরিচ্ছন্ন গৃহমালা ছোট ছোট ছবির মতন,
দীর্ঘচূড় তরুদল, গুল্মরাজি প্রস্তর-শয়ান।

বামে কৃষ্ণ গিরিশ্রেণী রচিয়াছে উন্নত প্রাচীর,
কভু ক্ষীণ পথ-রেখা উঠিয়াছে বক্ষ বাহি' তার,
কভুবা জলের ধারা নামিয়াছে ঊর্ধ্বদেশ হতে,
বিজন নিস্তব্ধ পথ, সম্মুখে ঘনায় মেঘভার।

দূরে তুষারের মত শুভ্র মেঘ আকাশে নিলীন,
সম্মুখে ধোঁয়ার মত কালোকালো মেঘ উড়ে যায়,
আনত বোঝার ভারে চলিয়াছে পাহাড়িয়া মেয়ে,
আমার নয়নে মনে স্বপ্নমালা মেঘসম ছায়।

সমতল ধরণীরে কোথায় এসেছি ফেলে দূরে,
উঠিয়াছি মেঘলোকে ঘুমে-ছাওয়া স্বপনের দেশে,
কোলাহল কলরব খরতাপ নিবিয়া গিয়াছে,
আকাশে বাতাসে কা'রা বিমোহিয়া মিলাইছে হেসে।

পাহাড়ের পথ বেয়ে   চলেছে উম্‌খা নদী
পাথরে পাথরে খেলা ক'রে,
আকাশে নীলের ঢেউ,   সুদূরে রঙের ঢেউ
দু'চোখ স্বপনে যায় ভ'রে।
কুটীরে শিশুরা খেলে,   ফুলদল আঁখি মেলে,
ছেড়ে যাই সুদূরের পানে,
পাহাড়ী ঝাউয়ের বন   শোঁও শোঁও শন্‌ শন্‌
আকাশ ভরিয়া দেয় গানে।

উঠেছি মেঘের দেশে   বুঝিবা পৃথিবী-শেষে
আসিয়াছি স্বরগের তীর,
হেথায় স্নিগ্ধ বায়ু,   হেথায় কোমল ছায়া,
পদতলে কায়া ধরণীর।
ওদিকে পাহাড় হতে   ভীষণ তীব্র স্রোতে
নেমে আসে জলপ্রপাত,
আমরা নামিয়া চলি,   জলের সে মায়াবিনী
মৃত্যু ভুলায়ে তোলে হাত।

আমরা নামিয়া চলি,   খাড়া পাথরের পথ,
দুই ধারে অতল পাতাল,
মায়াবিনী ডাকে 'আয়',   হাতছানি পায় পায়,
রূপে করে মরণ-মাতাল।

## শীতরাত্রি

আমরা বিপদ্ ভুলি,    তার পানে আঁখি তুলি,
পদতলে  সরিছে পাথর,
আঁকড়ি' গুল্মদল    চলি পুনঃ চঞ্চল,
মন চলে,  শরীর কাতর।

বুঝিবা পারিনা আর,    পাথরে ক্ষুরের ধার,
খাড়া  হয়ে নেমেছে পাষাণ,
এমন  সোপান নাই    পা রাখিব যার ঠাঁই,
নীচে  কাঁপে  মৃত্যু-নিশান।
'ফিরিলাম মায়াবিনি'    আবার উঠিয়া আসি,
ভ্রূকুটি হানিয়া বুঝি চায়,
রূপালি আঁচল তার    জ্বল্‌জ্বল্ জ্বলে রোদে,
কালো পথে পাহাড়ে লুটায়।

আবার ফিরিয়া চলি,    উঁচুনীচু  কত পথ,
দূরে  দূরে রঙিন কুটীর,
তরুর সবুজ হাসি,    আকাশে নীলের রাশি,
নীচে চলে উম্‌খুা  অধীর।
কুটীরে শিশুর খেলা,    উঠানে ফুলের মেলা,
আঁখি আগে জাগে লোকালয়,
জলধারা যাদুকরী    বিদ্যুতে দিঠি ভরি,
করিয়াছে আজি মন জয়।

## সাগর-সৈকতে

বিশাখপত্তন।
সাগর-সৈকতে বসি' শুনিতেছি অশ্রান্ত গর্জন।
ধূসর-তিমির সন্ধ্যা, জ্বলে দীপ ক্ষুদ্র শৈল' পরে,
তরঙ্গ প্রাচীর ভাঙে, বেলাভূমে সিন্ধু লুটে পড়ে,
ক্ষণিক আশ্লেষ-চিহ্ন ফেনলেখা মুছে মুছে যায়
পাণ্ডু বালুকায়।

রাত্রি বেড়ে চলে।
শ্বসিছে অধীর বায়ু, কলোচ্ছ্বাস সমুদ্রের জলে।
অশান্ত অন্তরে শুনি দিবারাত্র ঢেউয়ের ভাঙন,
মুহুর্মুহু মুছে যায় ফেনশুভ্র অসংখ্য স্বপন।
সেথাও নামিছে ধীরে ঘনকালো নৈশ অন্ধকার,
ঘেরে ছায়া তার।

## মেঘলা সকাল

দুই তীরে পাহাড়-প্রাচীর,
মাঝে বহে সমুদ্রের খাল।
ব'সে আছি পা ডুবায়ে জলে
ছায়াময় মেঘলা সকাল।

দূরে সিন্ধু সুনীল ফেনিল,
আত্মহারা তরঙ্গ অধীর,
হেথা নীর মৃদু আন্দোলিত
যেন কোন্ শীর্ণা তটিনীর।

রহি এই গিরিচ্ছায়াতলে,
ঝিরিঝিরি বহুক সময়।
হোথা মন্দ্রে অশান্ত কল্লোল,
ক্ষুব্ধ সে সাগরে করি ভয়।

## হায়দরাবাদ ঃ হুসেনসাগর

কালো জল আর কালো আকাশ,
আকাশে চাঁদ,
তারার দল,
দূরে দূরে জ্বলে প্রদীপমালা।
সেতুর উপরে আমরা দু'জন,
আমাদের মনে আলোক জ্বালা।

মোর মন আর তোমার মন,
উছলে জল,
কে বাঁধে সেতু ?
হাসিছে স্বপন চাঁদ তারার।
শোনো অশান্ত দূরের বাতাসে
ওপারের ঢেউ ভাঙে এপার।

## হরিদ্বারের গঙ্গা

কোথা পেলে এক রাত্রে এই প্রাণ, উদ্বেল যৌবন ?
কা'ল তোমা' হেরিয়াছি জীর্ণ-অস্থি পাষাণ-কঙ্কাল।
আজি পূর্ণা কূলে কূলে স্রোতোবেগে উদ্দাম অধীর,
উপলে উপলে বাজে রিনিঝিনি নর্ত্তনের তাল।

শরতের নীলাকাশ, দূরে শান্ত নীল গিরি-রেখা,
বন-পার্শ্বে চলিয়াছ স্বপ্নময় নয়ন উন্মীল।
ললিত লাবণ্য তব টলমল ত্বরিত গমনে,
ছায়া-রৌদ্রে ঝিকিমিকি কাঁপি ওঠে নিচোল আনীল

শিবজটা-সমুত্তীর্ণা লীলাময়ী স্ফটিক-নির্ম্মলা,
অতিক্রমি' অবহেলে লক্ষলক্ষ শৈলের সোপান,
পূর্ণ কুম্ভ লয়ে শিরে দেখা দিলে আমারে চকিতে,
রাখিয়া রূপের ছায়া কোথা পুনঃ করিলে প্রয়াণ ?

## বর্ষণ মুখর রাত্রি

হুহু করি ক্ষিপ্র বায়ু তৃণদল উড়ায়ে চকিতে
কোথা গেল বহি' ! আকুঞ্চিত শীর্ণ নদীনীর ।
পশ্চিম দিগন্ত হ'তে ঘনকৃষ্ণ জলদ ঘনায়,
ঝলসে বিদ্যুৎ ।

অন্ধ দিশাহারা সঙ্গীহীন পথ চলিয়াছি ।
বর্ষণ মুখর রাত্রি, সুতীব্র পবন,
তরঙ্গে তরঙ্গে কাঁদে নদী,
জলস্থল তিমির-মগন !

কোথা গৃহ ? ছিল কভু ? তাও ভুলিয়াছি ।
ডুবেছে আমার দিন, অমা-যামিনীর
চিরযাত্রী আমি ।
আমার জীবন ঘিরি লক্ষ্যহারা নিশা,
তরঙ্গ অধীর আর
উদ্দাম পবন ।

# বিজন নদীর কূলে

বিজন নদীর কূলে
কল্পনা দিয়ে বাঁধিয়াছি ঘর, সাজাই স্বপনফুলে।
সমুখে বহিছে দূর দিগন্তে উছল লহরী দল,
গানে গানে তারা আকাশ বাতাস করি তোলে চঞ্চল,
দিবস-রজনী ভরি' ওঠে গানে, ভরি' ওঠে সারা হিয়া।
জীবন হেথায় কুসুম-কোমল, আলোক মধুর প্রিয়া।
সৌরভে নিঃশ্বসি'
আমাদের ঘিরি' পাপড়ির মত দিনগুলি যায় খসি'।

হেথা অফুরান মায়া।
প্রভাত বিতরে মদির আলোক, রাত্রি মোহিনী ছায়া।
উষার হাসির অমিয়-পিয়াসে দিবস ছুটিয়া চলে,
কে জানে কোথায় দূর দিগন্তে মিলায় গগনতলে!
দিন চলে যেতে সন্ধ্যা সে নামে, রাঙা মেঘে গা এলায়,
বুকের বসন খসিতে অমনি হেসে চায় ছলনায়।
জলের মুকুরে তার
এলানো শাড়ির রঙ্ ছায়া পড়ে, স্ফুরে যৌবন-ভার।

সন্ধ্যা সে যায় চলি'
মুঠিতে ছড়ায়ে কালো কুঙ্কুম মুগ্ধ চাঁদের ছলি'।
আঁখি মেলি' চাঁদ থমকি দাঁড়ায়, পালায়েছে প্রিয়া তার,
খসে পড়ে গেছে শ্লথ-বসনার কটির তারার হার।
সন্ধ্যা সকাল এমনি কতনা হেরিব মধুর খেলা,
ফুল-পাখা মেলি' দ্রুত উড়ে যাবে দিনরাত দুই বেলা।
নাহি কোন কলরব,
ঢেউয়ের ওপার সুনীল আকাশে মিলায়ে গিয়েছে সব।

জীবনের তাপ শান্ত এখন। সোনালী মেঘের পুরী
ভাঙিছে গড়িছে কে যেন মায়াবী মনের আকাশ জুড়ি'
আপন খেয়ালে মণি-রতনের গড়িছে ইন্দ্রজাল,
চির যুগ তার আনে সম্পদ্, আনে মায়া চিরকাল।
আমি বিস্ময়ভরে,
শুধু হেরি কত বরণ বিলাস আঁকিছে সে থরে থরে।

# শালবনি

দিনের চোখে স্বপ্নাবেশ, রাতের চোখে ঘুম,
জীবন-ঢেউ মুরছে বহু দূরে,
শালের বন রৌদ্র সুরা আবেশে নিঃঝুম,
ঘুঘুর ডাক ভাসিছে মৃদুস্বরে।

বাতাসে হেথা মদির নেশা, প্রহর মধুময়,
মহুয়া বন শিহরে সুখভরে,
পেয়ারা তরু দুলিয়া ওঠে, গোপনে কি যে কয়
জামের শাখা কাঁপিছে থরথরে।

বাঁধের জল থমকি' রহে ধানের ক্ষেত-পাশে,
বকের দল ফিরিছে চুপিচুপি,
মুখের 'পরে মেঘের ছায়া কোমল হাসি হাসে
করুণ আঁখি আকাশ মায়ারূপী।

গ্রামের বাঁশী সুরের ফুল ভাসায় বায়ু-স্রোতে,
হৃদয়কূলে পরশ তার লাগে,
মাদল-ধ্বনি কভুবা শুনি আসিছে দূর হ'তে
অজানা কোন্ স্বপন মনে জাগে।

হেথায় নাই রাত্রিদিন ঊর্ধ্বশ্বাস গতি
লক্ষ্যহীন কাজের তাড়নায়,
গভীর রসে ডুবিয়া গেছি, মানিনা লাভক্ষতি,
ভরেছে প্রাণ দিব্যচেতনায়।

# পিছোলা হ্রদ ঃ উদয়পুর

বিশাল রাজপুরী, পড়েছে ছায়া তার পিছোলা সাগরের জলে,
অতীত মহিমার স্বপন-ছবি খানি কাঁপিছে মরমের তলে।
চূড়ার পরে চূড়া উঠেছে মেঘলোকে মুকুট মালা চিতোরের,
নীরবে বীরগাথা গাহিছে তারা বুঝি হারানো কোন্ সে যুগের।

অন্ত'পুর হতে সোপান নেমে আসে, প্রমোদতরী টলমল,
শতেক উৎসব স্মিরিতি মনে ভাসে, ঊর্মি কাঁদে ছলছল।
সলিল-মাঝে জাগে 'জগবিলাস' আর সুচারু 'জগমন্দির',
শোভন দ্বীপ-পুরী, সোপান-মালা নামে, স্বচ্ছ কম্পিত নীর।

ওপারে গিরিশিরে চিত্রসম থির প্রাসাদ 'সজ্জনগড়',
মৃগয়া-অনুরাগী প্রাচীন নৃপতির পাষাণে লেখা স্বাক্ষর।
তরণী বহি' চলে রৌদ্রমণি জ্বলে হ্রদের ঢেউ ভাঙি' ভাঙি'
কালের স্রোতে মোর ভাবনা ভেসে যায়, স্বপ্ন ওঠে রাঙি' রাঙি'

## ঝাঁসি দুর্গ

বিরাট্ পাষাণ নগর-প্রাচীর দূর দূরান্ত ঘিরে,
শ্রেণী-নিবদ্ধ পাষাণ-মুকুট শিরে।
গিরি বেদী 'পরে বীরভঙ্গিম রণ দেবতার মত'
অভ্রশীর্ষ প্রাকার-বর্ম দুর্গ সমুন্নত।

হেথায় হোথায় দানব-মূরতি পুর-প্রবেশের দ্বার,
শত্রু-নিবারী কঠিন কীলক তার।
অতীত কালের ছায়ালোক হতে ছুটে আসে সেনাদল,
ধ্বনি' ওঠে তোপ, ঝলি' ওঠে অসি, কানে পশে কোলাহল

বিগত যুগের শৌর্য-গরিমা ঝলিছে মানস-পটে,
জীবন-সিন্ধু উচ্ছলে হৃদি-তটে।
অশ্বারোহিণী বীর লক্ষ্মীর দৃপ্ত মূরতি জাগে
দশ দিক্ হতে বীর সেনাদল তাঁহারি নিদেশ মাগে।

স্তব্ধ সে কাল মূর্ছিয়া ছিল পাষাণ-পুরীর তলে,
জাগিয়াছে আজি, নয়নে বহ্নি জ্বলে।
কামানে কৃপাণে গজে তুরঙ্গে বীরদল-পদভরে
শৈল-নগরী উন্মথি' ওঠে রণ-রথ-ঘর্ঘরে।

## রবীন্দ্র প্রশস্তি

ঊষার আভা উঠিল ফুটি' রাতের শেষে পূব-গগন 'পরে,
অমনি তুমি রবি
কানন-চূড়ে সৌধ-শিরে তটিনী-নীরে মেঘের থরে থরে
আঁকিলে শত ছবি।

আলোক-রেণু আহরি' বুকে হাসিয়া ওঠে ফুলেরা চুপে চুপে,
শিহরে বনতল,
মানব জাগে ধরণীতলে, জীবনলীলা ফুটিল রূপে রূপে,
যেন সে শতদল।

সরসীনীরে নাহিয়া ওঠে সোপান বাহি' রমণী ধীরে ধীরে,
মদন পরাজিত,
স্বরগ হ'তে মরতবাসী বাসিল ভালো শ্যামলা ধরণীরে,
স্বরগে বিষাদিত।

যৌবনের উনমাদনা, শৈশবের অর্থহীন হাসি
আঁকিলে কবিতায়,
কতনা কথা, কাহিনী কত, কতনা ধ্যান, স্বপন রাশি রাশি
মানস তব ছায়।

## শীতরাত্রি

অশেষ তব রশ্মিরাজি, অতুল তব কল্পনা-বৈভব,
বিরাট্ তব মন,
তোমার আঁখি হেরিছে আজো ভুবন ভরি' লীলা-মহোৎসব
বিচিত্র বরণ।

যৌবনের ভগ্নতপে, আত্মহারা ব্যাকুল বাসনায়
জ্বলেছে সেই শিখা
কঠোর ত্বঃখে আত্মজয়ে নির্বিকার শান্ত সাধনায়
তাহারি আলো লিখা।

হেরেছ কবি উর্বশীর শ্যামাঞ্চল লুটায় ধরণীতে,
খসিছে মালামণি,
ঊর্মিমালা লুটায়ে পড়ে চরণ ঘিরি' বন্দনা-ভঙ্গীতে,
নম্র যেন ফণী।

সুন্দরের বন্দী তুমি, মৃত্যুরেও করেছ সুন্দর,
অসীম সুষমায়
মায়ার রঙে কেমন করি' ভরিয়া দেছ বিশ্বচরাচর
অরূপ তুলিকায়।

## শীতরাত্রি

কুয়াশায় ছাওয়া ময়দান,
শীতরাত্রি। কমেছে যাত্রীর ভিড়।
চাদর জড়ায়ে
বসে আছি ট্রামে।
চাকার ঘর্ঘরে
বাজিছে ঘুমের তাল,
তন্দ্রাভরা চোখ!

রান্নাশেষ কখন সন্ধ্যায়,
ছেলেরা ঘুমায়।
সরমার সারাদেহে গভীর গভীর অবসাদ,
ক্লান্তিভরা সর্বাঙ্গ আমার।

ট্রাম থামে, নামি পথে। একি কলকাতা?
পথ জনহীন।
একটি ভিখারী
শুয়ে আছে ফুটপাথে কুণ্ডলী পাকায়ে।

# শীতরাত্রি

এসেছি গলির মোড়ে।
ছোট চালাঘর,
মাটির দেয়াল।
সরমা দুয়ার খোলে,
হারিকেন মিটিমিটি জ্বলে।

শীর্ণ-মুখ মলিন-বসন
সরমা আমার !
কত রাত আছে প্রতীক্ষায়,
আরো কত রাত !
জীবনে নেমেছে শীত, শীতল তুহিন,
রক্তে নাই আগুনের তাপ।

স্বপ্ন সব শেষ হয়ে গেছে।
শুধু দু'টি অন্ন চাই সন্তানের মুখে,
সকালে চায়ের জল, এক টুক্‌রো রুটি।

সম্মুখে প্রান্তর গাঢ় কুহেলি-বিলীন,
আচ্ছন্ন করিয়া লবে ঘন আবরণে।

# শরৎ

শহরের এই কারাপ্রাঙ্গণে সোনার নৌকো এলো
উড়ায়ে সোনার পাল।
ঘুচিল মেঘের ভ্রূকুটি শাসন, আকাশ মুক্তি পেলো,
কে পাতিল মায়াজাল ?

আলো এসে পড়ে হেসে কুটিকুটি জানালায় জানালায়,
সৌধ-প্রাসাদ-শিরে,
বন্যার মত' শত তরঙ্গে কূলে কূলে উছলায়
প্লাবি' এই ধরণীরে।

হৃদয় আমার সাগর-শঙ্খ, রৌদ্র সাগরে ডুবি'
শোনে তার কল্লোল
যুগযুগান্ত আকাশে যে বাণী ধ্বনিতেছে চুপিচুপি,
বুকে লাগে তা'রি দোল।

# পুরানো কোন্ সকাল বেলার

পুরানো কোন্ সকাল বেলার গন্ধখানি আবার এলো ভেসে,
ভেসে এলো স্বপন-লোক থেকে।
শিউলি-ঝরা কুটীর-আঙন কতকালের হারিয়ে যাওয়া দেশে
মনের পটে কে দিল আজ এঁকে ?

সৌধচূড়া মিলিয়ে গেল, নদীর বুকে ভোরের আলো হাসে
কানে পশে জলের ছলোছলো।
তরীর তলে, মনের তলে কি ঢেউ ভাঙে অধীর কলোচ্ছ্বাসে,
ক্ষুদ্র তরী এবার টলোমলো।

পদ্মাকূলে মেঘনাতটে স্বপ্নে হেরি চেনামুখের মেলা,
ঊষায় জাগা কৌতূহলী আঁখি।
পালের নৌকা রাশিরাশি কোথায় চলে সন্ধ্যাসকাল বেলা,
দূরের পানে আমায় ডাকি' ডাকি'।

## উদ্‌বাস্তু

পূব হতে এলে পশ্চিম পানে ফিরিয়া বাঁধিলে ঘর,
নূতন স্বপ্ন জাগে কি চোখের কোণে ?
অজানা দেশের মাটি আর জল, নদী বন প্রান্তর
পুরানো দিনের ছবি বহি' আনে মনে ?

সেই চেনা চাঁদ নিষুতি নিশায় কুটীরের 'পরে আসি'
কি কথা বলিতে থমকি' থামিয়া যায়,
সান্ত্বনাবাণী মুখে নাহি ফুটে, মধুর করুণা-হাসি
ক্ষীণ হয়ে আসে, ভরে ওঠে বেদনায়।

ক্লান্তির ঘুম ভাঙে ভোর ভোর, আকাশে আবছা আলো,
ডালে ডালে জাগে পাখ পাখালির ডাক,
এ কি চেনা দিন ? হায় সে ভুবন সহসা কোথা হারালো,
জীবন-নদীর এ কোন্ অজানা বাঁক।

## অতীত দিনের ছায়া

আমাদের চোখে বিছানো আজিও অতীত দিনের ছায়া,
শেফালি-খচিত কুটীর-আঙন, পল্লীপথের মায়া।
খালে আসিয়াছে বরষার জল, ডিঙিগুলি ছলছলে,
বনশিরে শিরে শরতের রোদ মণির মতন জ্বলে।
মণ্ডপ-ঘরে প্রতিমা রচনা, চালচিত্তির শেষ,
অধিবাস এলো, প্রবাসীরা আজ ফিরিছে আপন দেশ।

হায়রে স্বপন ! আজো সেই দিন বৃথাই খুঁজিয়া ফিরি,
আর বহিবেনা জীবনের স্রোত কুলুকুলু ঝিরিঝিরি।
হেথায় নগরে ক্ষুব্ধ সাগরে তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস,
কাহারে ডুবায়, কাহারে উঠায়, নাই কিছু বিশ্বাস।
ঝড়ের বাতাসে জাগে হাহাকার, অশান্ত গরজন,
দিগন্ত-তারা ঢেকে দিল বুঝি বাষ্পের আবরণ।

# সে ছিল তোমারি মত

গেরুয়া-বসনা নদী তুমি নহ শূন্য বালুর তীরে,
তোমার দু'ধারে ছায়া-ঘন বন, স্রোত ছুঁয়ে কাঁপে পাতা।
রৌদ্র-কিরণ চুপিচুপি পশে, পাছে ভাঙে তব ঘুম,
দু'একটি ফুল টুপ্‌টাপ্‌ খসে পাখী যবে যায় উড়ে।

তাকে মনে পড়ে বারে বারে আজ, সে ছিল তোমারি মত
বিশ্বভুবন আড়াল করিয়া রহিত সে গৃহছায়ে।
হাসি কান্নার ফুল টুপ্‌টাপ্‌ ঝরিত সে ছায়াতলে,
আমি দেখিতাম মুগ্ধ স্বপন, ছিল না রৌদ্রজ্বালা।

এ ছায়া সে ছায়া দূর স্মৃতিমায়া ঘিরেছে আমার মন,
সহিতে পারিনা খরতাপ, তাই এই বনকূলে আসি।
গভীর গহনে ডুবে যেতে চাই অতল শীতল তলে,
হে নদি, তোমার অগাধ শান্তি প্রাণভরে ভালোবাসি।

## নতুন শহর

প্রান্তর ছায় ইঁটকাঠে আর কলরবে ভাসে দিশপাশ
আর মজুর কামিন মিস্ত্রী ছুতোর করে ঠনঠন ঠুকঠাক,
এই শহর গড়ছে, মুখর আকাশ, বুকে বুকে ভরে নিঃশ্বাস,
আর সূর্য যেন সে প্রাণশিখাভরা আলোমধুঝরা মৌচাক।

কত সৌধ-প্রাসাদ-শীর্ষ সুদূরে মেঘের মুকুটে ঝলকায়
হেথা ঝকঝক করে কোঠাবাড়ীগুলি মানুষে মানুষে ভরপূর
আজ সুপ্তির দেশে এলো জাগরণ, ইতিহাস পাতা ওল্‌টায়
তাই পায়ের পরশে পথে ছায়া কাঁপে, নয় নয় পথ বন্ধুর।

হেথা সন্ধ্যার আলো র'ক্‌ ছুঁয়ে যায়, ঝিকমিক করে কার্ণিশ,
ওই জানলার কাচে মুঠোমুঠো আলো আগুনের মত' জ্বলছে,
দেখি সোফায় কৌচে টেবিলে চেয়ারে ঝকঝকি' ওঠে বার্ণিশ
শুনি চা'র পেয়ালায় ঠুনঠান্‌, কত কলগুঞ্জন চলছে।

## নতুন শহর

আজ রাত নামে, নেই ভূতপ্রেতহানা মাঠ নির্জন দিক্‌হীন,
ছিল বটগাছে যত ব্রহ্মদৈত্য, মেলেনা তাদের উদ্দেশ,
জ্বলে' আলেয়ার শিখা কবে নিবে গেছে, থেমেছে ঝিঁঝিঁর ঝিনঝিন
দূর কালের পাথার পার হয়ে এসে উতরিনু আজ কোন্ দেশ!

হেরি আঁধার-সাগরে বিদ্যুৎবাতি কক্ষে কক্ষে ঝলমল,
যেন শতেক জাহাজ থির হয়ে পুনঃ নব যাত্রায় উন্মুখ।
যবে দখিনা বাতাস লাগে পর্‌দায় পালের মতন চঞ্চল
ভাবি ক্যাবিনে ক্যাবিনে কেহ বা ঘুমায়, কেহ বুঝি জাগে উৎসুক।

এই মৃত্যু নিথর মরুভূর বুকে এলো জীবনের কল্লোল,
তাই কর্মমন্দ্রে ওঠে সঙ্গীত ভোর হ'তে ভররাত্রি
আজ তন্দ্রা ভেঙেছে, জনতার বুকে লাগে সিন্ধুর ঢেউদোল,
দেখি ওঠে পড়ে চলে কাতারে কাতার হাজার হাজার যাত্রী।

# কামনা

একসঙ্গে গিয়েছিনু দূর শৈলপুরী,
ধরা যেথা স্বপ্নময় মেঘে কুয়াশায়,
দিনভোর রৌদ্রছায়া করে লুকোচুরি,
রাত্রির দীপালি যেথা নগরী সাজায়।

বর্ণে বর্ণে ছেয়ে গেছে নীরস পাষাণ,
ঢেকেছে রুক্ষতা তার শ্যাম আবরণে,
শতেক নির্ঝর তারে করাইছে স্নান,
মধুহাস্য জাগাইছে তাহার আননে।

নিশ্চল পাষাণ আজি এ বক্ষ-পঞ্জর,
আসিবেনা ছুটি' হেথা গিরি নির্ঝরিণী ?
জাগাবেনা শ্যামশোভা আবরি' কঙ্কর ?
বাজাবেনা মৌন ভাঙি' শিঞ্জন-কিঙ্কিণী ?

মৃত্যুর স্তব্ধতা ভাঙি জীবন উচ্ছ্বাস
উঠিবেনা হর্ষভরে করি' অট্টহাস ?

## রবীন্দ্র স্মরণে

স্বর্গের চেয়ে মর্ত্যে বেসেছ ভালো,
ধূলি-কণিকায় অমৃতবহ্নি, জ্বালালে নূতন আলো।
আকাশের টানে ভোলোনি মাটির মায়া,
পৃথিবীর মুখে হেরিয়াছ কোন্ জ্যোতির্লোকের ছায়া।
জীবনের গান গাহি' বিচিত্র সুরে
হরষ-ব্যথার ঢেউ জাগায়েছ নিখিল হৃদয় জুড়ে।

শিশুর স্বপন, তরুণের প্রেম, বীরের অটল পণ,
তোমার ভাষায় মূরতি লভিল হাস্য ও ক্রন্দন।
নিদাঘরৌদ্রে দূরদিগন্তে হেরিলে সে কোন্ ছায়া,
নব বসন্তে পুষ্পগন্ধে ঘনালো সে কোন্ মায়া।
বেদনার দিনে হিয়ার আকূতি ফোটে তব গানে গানে,
আনন্দলোক কেমনে জাগাও সুরে সুরে কেবা জানে ?
মনের আকাশ ঘিরে রচিয়াছ কি মন্ত্র-আবরণ,
আমাদের মাঝে তোমারে হেরিয়া বিস্ময় মানে মন।

# কবিত্রয়

[ মধু, হেম, রঙ্গলাল ]

রাত্রিশেষ, অন্ধকার ক্ষীণ হয়ে আসে,
দূর হ'তে ভেসে আসে সাগর-কল্লোল।
তটবন্ধ ভাঙে বুঝি তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে,
অশান্ত অন্তরে লাগে তারি মত্ত দোল।

তখনো তন্দ্রার ঘোর নয়নে নয়নে,
তোমাদের জাগরণ, যাত্রা আয়োজন।
কে যাবে, কে যাবে সাথে ?॰ ডাকি' জনে জনে
তোমরা অজ্ঞাত পথে বাড়ালে চরণ।

দীর্ঘ-প্রসারিত পথ আলোকে ছায়ায়,
নিশান্ত চাঁদের চোখে কোন্ স্বপ্নলেখা।
দিক্ হতে দিক্‌প্রান্ত ভরেছে মায়ায়,
উদয়-শিখরে বুঝি লাগে স্বর্ণরেখা।

যুগ, দেশ পার হয়ে জীবনের বাণী
পশিল শ্রবণে আসি' সঙ্গীতের মত'।
সুরে সুরে রূপ নিল কেমনে না জানি
নবীন জীবনাদর্শ দীপ্ত সমুন্নত।

মেঘে কার চলে রথ, হর্ম্ম্য স্বর্ণচূড়,
দুরাশার আলো জ্বলে কিরীট-রতনে।
অতীত কাহিনী, তবু নহে নহে দূর,
সে আলো জ্বলিছে বুঝি আমাদেরো মনে।

স্বর্গের উদ্ধার লাগি পণ দেবতার,
দধীচির আত্মদান, সে কি মিথ্যা আশা ?
মেবারের ইতিহাস, বীর মহিমার
অপূর্ব চারণ-গাথা, লুপ্ত কি সে ভাষা ?

নবযুগ-কল্পনার পুরাতন ছবি
ধরিয়াছে নবদীপ্তি চিত্ত-বিমোহন,
নূতন অমৃততরে হে অগ্রণী কবি,
করিয়াছ অন্তরের সমুদ্রমন্থন।

আসন্ন দিনের তরে করেছ রচনা
পূজা-অর্ঘ্য। মুক্তিমন্ত্র গিয়েছ শুনায়ে।
সার্থক তপস্যা আজি। সে গীতি-বন্দনা
কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিতেছে প্রভাতের বায়ে।

## বুদ্ধ

কত শতাব্দীর পথ পার হয়ে আমরা এলাম,
দিকে দিকে আজো শুনি নাম।
শ্যামে ব্রহ্মে মালয়ে তিব্বতে,
জাভায় জাপানে চীনে সিংহলে ভারতে,
দেশে দেশে মন্দিরে মন্দিরে
অযুত ভক্তের দল শ্রদ্ধানত শিরে
রেখে যায় প্রশান্ত প্রণাম,
হৃদয়ে আঁকিয়া লয় জ্যোতির্ময় মূর্তি অভিরাম।

কোন্ দূর অতীতের ভেসে আসে স্তবমন্ত্রগীতি,
জাগে যেন জন্মান্তর স্মৃতি।
চেয়ে চেয়ে-ধ্যান মূর্তি পানে
অজন্তায় ইলোরায় কেমনে কে জানে,
মুহূর্তেকে পার হয়ে দীর্ঘ ব্যবধান
চলে গেছি দূরকালে, বর্তমান স্বপন-সমান।
ধূপদীপ পুষ্প অর্ঘ্য বহি আনে কত নরনারী,
বিচিত্রিত বেশভূষা, সাগ্রহে দাঁড়ায় সারি সারি।
বুদ্ধং শরণং গচ্ছা-মি,
অন্তর-সমুদ্র হতে ওঠে মন্ত্র নিত্য দিবাযামী।
হে শরণ্যতম,
বাসনা-তিমির হর', হর' সর্ব তৃষ্ণা-ক্লেশ মম।
তোমার প্রসন্ন জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত করুক এ প্রাণ,
জন্মসাধ মৃত্যুভয় পার হয়ে লভিব নির্বাণ।

## ঘুমায় নগরী

দীর্ঘ রাত্রি আছি জাগি, ঘুমায় নগরী,
হয়তো ফুটিছে হেনা তোমার কাননে,
স্বপন সে হেনাগুচ্ছ, ঘুম সে কানন।

চন্দ্রিকা-পরাগে গেছে সর্ব অঙ্গ ভরি,
মুগ্ধ চাঁদ চেয়ে আছে মুক্ত বাতায়নে,
সে যেন আমারি দৃষ্টি করেছে হরণ।

গভীর গভীর ছায়া! সুরভি মঞ্জরী
ফুটিছে টুটিছে কত পত্র-অন্তরালে,
চঞ্চল সমীরে ভাসে মোহ-পরশন।

তোমারি রূপের মায়া আঁখি দেছে ভরি',
বাঁধা পড়িয়াছে মন তব মন্ত্রজালে,
কি যেন আবেশভরে উঠিছে শিহরি'।

এমন নীরব নিশা সুপ্তি নিমগন,
নহে কি মধুরতম মিলন-লগন?

## দিবাস্বপ্ন মুছে যায়

দিবাস্বপ্ন মুছে যায়, খরস্রোত তিমির জোয়ার,
মুমূর্ষু জলের রেখা, আঁধারের নামিছে প্লাবন,
স্বর্ণমেঘ বালুচর লুপ্ত হ'ল, শীকর তারার
উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গ হতে বাষ্পাকুল করিছে গগন।

অন্ধকার-পারাবারে নিমগন পৃথিবী যেমন,
সমগ্র চেতনা মম ডুবে যায় অসীম-সাগরে,
সহস্র স্মৃতির বাষ্প চাহে উঠে ঢাকিতে নয়ন,
নামে শান্তি-আবরণ জীবনের ফেনপুঞ্জ 'পরে।

# জ্বলে বহ্নিশিখা

উদ্বেল তরঙ্গমালা একদিন বহিত হিয়ায়,
আজি তার শুষ্ক স্রোত, জাগি' আছে দীর্ঘ বালুচর,
আনন্দ-প্রবাহহীন আপনাতে আপনি লুকায়,
প্রচণ্ড অনলতাপে দগ্ধ তার বুকের পঞ্জর।

কাহারে সে দোষ দিবে ? এ যে তার অদৃষ্টলিখন,
কি যে চায়, জানেনা সে, চোখে জাগে আশা মরীচিকা
হৃদয় দিগন্তে তার ঊষা সন্ধ্যা রাঙায় গগন,
সুদূরের মেঘমায়া ! বুকে তার জ্বলে বহ্নিশিখা।

মেঘম্লান চন্দ্রলেখা আকাশের প্রান্তে পড়ে লুটি,
বালুকার স্বপ্ন হতে জাগে বুঝি অসংখ্য কঙ্কাল।
তাহারা আসিতে চায়, তাহারা হাসিতে চায় উঠি,
মরুভূ বহিতে চায় তরঙ্গিণী হইয়া উত্তাল।

দূরে কত হাসে ঢেউ, কত নদী মিশেছে সাগরে,
বাতাসের কলগানে জলস্রোত হয়েছে মুখর,
আশার শ্মশানে হেথা তৃষাদীর্ণ ধূসর প্রান্তরে
দহিছে অন্তরতল, শব্দহীন বাহির নিথর।

## পৌরাণিক ছবি

আকাশের আড়ম্বরে হেরিলাম পৌরাণিক ছবি।
মেঘদল চলিয়াছে সুসজ্জিত বাহিনীর মত
বীরগর্বে বহি' চলে দলে দলে সুকৃষ্ণ কেতন।

দিগন্তের প্রান্তে কার তীব্রদ্যুতি আরক্ত নয়ন,
চণ্ডিকার খড়্গসম মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ-উদ্ভাস,
ঝঞ্ঝার হুঙ্কারে কাঁপে টলমল শঙ্কিত ভুবন।

ছিন্নভিন্ন মেঘরাশি পলায়ন-উদ্যত অধীর,
শোণিত কর্দমলিপ্ত রণক্ষেত্র গগন প্রাঙ্গণ।

# বর্ষারাত্রি

অন্ধকার গ্রাম-পথ, বরিষে আষাঢ়,
সুষুপ্ত গহন রাত্রি স্তব্ধ চারিধার।
একাকী নির্জন গৃহে শুনিতেছি বসি'
অশ্রান্ত বর্ষণ-গান, বায়ু যায় শ্বসি'।
গম্ভীর গরজে মেঘ, চমকে বিজলী,
হেন রাত্রে আঁখি কার ওঠে ছলছলি'!

কে যেন চলিছে বনে, বাজিছে মঞ্জীর,
তিমিরে কাঁপিছে তার হৃদয় অধীর।
বারিধারাসিক্ত তার সুনীল বসন
সম্বরি' চলিছে ধীরে, চাপিয়া চরণ,
চলিয়াছে অন্তহীন যুগ যুগ ধরি'
কণ্টকিত কাননের পথ অনুসরি'।

## বর্ষারাত্রি

গাগরীর বারি ঢালি' করিয়া পিছল,
কণ্টক গাড়িয়া পথে সামালি' আঁচল,
বরষার অভিসার শিখিয়া গোপনে
কে চলিত পাগলিনী প্রেমের স্বপনে ?
তিমির-কাননে তারি কম্পিত চরণ
বুঝিবা মিলায় ধীরে ছায়ার মতন।

তারি সাথে আজি মোর বিরহী পরাণ
নীরব বরষারাত্রে করিছে প্রয়াণ।
ভাসিতেছে কানে কোন্ স্বপ্নময় সুর
চিরন্তন বেদনার—আকুল মধুর।
অন্ধকার টানিয়াছে গাঢ় অন্তরাল।
আমারে ঘিরিয়া আছে অন্তহীন কাল।

কোন্ সে মন্দির চির-নিরুদ্ধ দুয়ার ?
চিরন্তনী বিরহিণী করে অভিসার !
ভুজগে পূরিত পথ, সংসার সুদূরে,
আমি আজি চলিয়াছি সেই কল্পপুরে।
স্বপ্নাকুল দুই নেত্র, হৃদয় অধীর
রণিয়া রণিয়া বাজে সুদূর মঞ্জীর।

# নিদাঘে

পিচ-ঢালা পথ, রৌদ্রে আগুন জ্বালা,
হরকোপানলে দগ্ধ মদনতনু,
হেথা কে বাঁধিবে প্রিয়ের বরণমালা,
কোথা বসন্ত, কোথা বা পুষ্পধনু ?
রথ-অরণ্যে দিশাহারা দিনরাত,
প্রাণটুকু সদা শঙ্কায় ম্রিয়মাণ,
জীবন-দেবতা, তোমা' কাছে জোড়হাত,
ঘুচায়ো না প্রভু জীবিকার সংস্থান।
নিজে বাঁচা, না কি দেরি হ'তে বাঁচা ভালো,
বুঝিতে পারি না, ছুটেছি ঊর্ধ্বশ্বাসে,
এত আলো, তবু ঘোচে না মনের কালো,
সারাখন মরি ভবিষ্যতের ত্রাসে।
বুক দুরু দুরু, হে দেব বক্ষোবাসী,
নিদাঘেও দেখ দু'নয়ন ছলোছলো,
এত দুঃখেও তোমারে যে ভালোবাসি,
অকাল-বিরহ কেমনে সহিব বলো।

## স্মৃতির পাখী

এক ঝাঁক স্মৃতির পাখী হঠাৎ আকাশে উড়লো।
সুখের পাখী—রৌদ্রের মত' রঙ,
দুঃখের পাখী—মেঘের মত' কালো,
প্রথমে বিচ্ছিন্ন,
পরে তারা একত্র মিল্‌লো,
রচনা করলো মালা।
চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে
সব হ'লো আলোর মত' উজ্জ্বল,
কালিমার চিহ্ন কোথাও নেই।

# বিষামৃত

১

ক্ষমা কোরো অভিমান, ক্ষমা কোরো প্রিয়া,
আমার এ প্রেমজ্বালা অনল উগারে।
যাহারে সে স্পর্শ করে, দহে তার হিয়া,
ক্ষণেকের অবহেলা সহিতে না পারে।

যাহারে সে চাহে তারে করে আত্মদান,
পরিবর্ত্তে চাহে তার সম্পূর্ণ হৃদয়।
কণামাত্র কমে তার নাহি ভরে প্রাণ,
সে চাহে সর্বস্ব ত্যাগ, পূর্ণ বিনিময়।

খণ্ডছিন্ন প্রেম নিয়া হিয়া না জুড়ায়,
এ হৃদয় চাহে শুধু সর্বত্যাগী প্রাণ,
কোনো দিকে কোনো বাধা মানিতে না চায়,
এ প্রেম তুলেছে তার প্রলয়-নিশান।

পারিবে কি সর্বগ্রাসী এ অনলমুখে
সমর্পিতে আপনারে অকুণ্ঠিত বুকে?

২

যেদিন লভিনু তোমা' বরষার রাতে,
নিশীথ কাঁদিতেছিল সান্দ্র অন্ধকারে,
কানন ঢুলিতেছিল ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে,
আকাশ কাঁপিতেছিল অশনি-হুঙ্কারে।

সে ঘোর তিমিরজাল আমার হৃদয়ে,
নিঃশব্দে ছাইয়া গেছে অজ্ঞাতে কখন,
জাগিতেছি কালরাত্রি নিত্য ভয়ে ভয়ে,
মুহুর্মুহু কাঁপি' ওঠে হৃদয়-গগন।

তুমি লো বিদ্যুৎসমা সে আঁধার 'পরে
ক্ষণতরে মৃদুহাস্যে ফেলিয়া চরণ,
নিষ্ঠুরা সরিয়া যাও অবহেলা ভরে,
জীবনের অন্ধকারে ঘনায় মরণ।

অন্তহীন অন্ধকার, পল গণি'গণি',
জাগিতেছি মৃত্যুময়ী শ্রাবণ রজনী।

৩

জানোনা কি পায়ে পায়ে নিয়েছ জড়ায়ে,
অন্তরের অন্ধকারে জীবন মরণ—
সুখ স্বপ্ন আশা যত আছিল ছড়ায়ে,
চপলার পায়ে গাঁথা মেঘের মতন ?

তুমি দূরে চল্লে যাও, নিতি বজ্রানলে
মর্ম মোর জ্বলে যায় তোমারি লাগিয়া,
অশ্রান্ত কম্পনশব্দ শুনি হৃদিতলে,
নাহি জানি কোন্ ক্ষণে পড়িবে ভাঙিয়া।

মরণ ঘুচাবে আসি 'এ অনল জ্বালা,
ভস্ম হয়ে যাবে যবে এ দেহ আমার,
দেখিবে, তোমারি তরে গাঁথা এই মালা
নিঃশেষে স'পিয়া গেছি চরণে তোমার।

জীবনে দাওনি ধরা, মরণের পারে
মেলি দিব আলিঙ্গন তোমা 'বাঁধিবারে।

৪

বারবার বলিয়াছি, সহিতে না পারি,
প্রেমের এ অপমান, এ নিত্য লাঞ্ছনা।
বুকের এ তীব্রানল কেমনে নিবারি ?
প্রেম নাই, নিশিদিন প্রেমের বঞ্চনা।

ভাবিয়াছ, ক্ষমা চাহি ভুলাবে আমায়,
ক্ষণেকের মায়াজালে সর্ব অপরাধ
নিঃশেষে আবরি' লবে মিথ্যা ছলনায়,
কিন্তু হে কৌশলময়ি, ঘটিল প্রমাদ।

আমার এ প্রাণ ভরা দুরন্ত প্লাবন,
গড়িতে না পারে যদি, ভাঙিতে সে জানে
আপনার বক্ষোরক্তে করিব তর্পণ,
দেখিব, রুধির-দাগ লাগে কি পাষাণে।

সেদিন হে মিথ্যাময়ি, কোনও সান্ত্বনা
কোথাও পাবেনা খুঁজি' ক্ষুদ্র এক কণা।

৫

রাসপূর্ণিমার রাতি দুঃখে গেছে কাটি।
তারপর একে একে জ্যোৎস্নাময়ী নিশি
আসে যায়, হাসে তৃণ, হাসে ধূলামাটি,
এ প্রাণে তরঙ্গমালা ওঠে, যায় মিশি।

দেবতা খেলেছে রাস, মানুষের বুকে
জ্বলে নিত্য চিতানল, নাহি প্রতিকার।
বৃন্দাবন বেঁচে আছে মিথ্যা স্বপ্নসুখে,
জগতের চিরসত্য তীব্র হাহাকার।

হেথায় মেলেনা প্রেম, নাহি প্রতিদান,
যে মূর্খ আপন হিয়া নিঃশেষে বিলায়,
লভে তার পুরস্কার নিত্য অপমান,
আজীবন দুঃখভারে ধূলায় লুটায়।

হেথা নাই বিরহিণী, প্রেমময়ী নারী,
হ'তে পারে সেবাদাসী, হবেনা তোমারি।

৬

মাটির ভিটায় হাসে চাঁদের কিরণ।
মনে পড়ে এ পালঙ্কে লুণ্ঠিত অঞ্চলে
একদিন শুয়েছিল, বুকের হিরণ
চাঁদের রজত-হাস্যে উঠেছিল জ্বলে'।

আজি আসে নাই পাশে, সারারাত্রি একা
আধখানা শূন্য বুকে তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে
কাঁদিয়া কাটাই নিশি ; চন্দ্রকরলেখা
অসহ লাবণ্যে তার তীব্র হাসি হাসে।

তাহার নাহি কি ব্যথা, নাহি কি বিরহ ?
এতদিন বক্ষ'পরে বক্ষ রাখি তার
একাকী-শয়ন তবু হয়নি অসহ ?
বিচ্ছেদ বেদনা শুধু একেলা আমার ?

মিলনে সান্ত্বনা দেয়—'শুধু তোমা' চাই',
অন্তরালে ভাবে মনে পালাই, পালাই।

৭

চাহোনা আমারে যদি মুখ ফুটে ব'লো,
মিথ্যাচারে নিতি নিতি চেয়োনা ভুলাতে।
কাছে এলে আর কেন আঁখি দু'টি খোলো,
হৃদয়-সায়র মম মায়ায় দুলাতে ?

ভালোবাসো বা না বাসো খুলিয়া বলিও,
সহিতে পারিব সত্য হলেও কঠোর।
অলীক সান্ত্বনা বাক্যে আর না ছলিও,
বঞ্চনায় ঘৃণা করে সত্য প্রেম মোর।

যে দিয়াছে সমর্পিয়া প্রেম-দেবতায়
আপনার সারা চিত্ত, জীবন মরণ,
ঘৃণা লজ্জা কলঙ্কেরে সে কি গো ডরায়,
সব দিয়া প্রেমে সে কি করেনি বরণ ?

কড়াক্রান্তি ভেবে চলা নহে তার রীতি
সর্বনাশা বন্যা তার সত্য যে পীরিতি।

৮

আবার আসিব ফিরি' মরণের দিনে।
কেন আর বৃথা অশ্রু? বাঁধো বুকে বল।
চাহো নাই একদিন এই ভাগ্যহীনে,
ক'টা দিন কেটে যাক, মোছ অশ্রুজল।

এতদিন জ্বলিয়াছি মরম জ্বালায়,
সে জ্বালার স্পর্শ তব লাগেনি পরাণে;
আর কেন? ছেড়ে দাও। বিদায়, বিদায়!
এখনো নারীর হিয়া এত রঙ্গ জানে?

আর না চাহিব কিছু, কোন প্রতিদান,
বাঁধিবনা বুকে আর সাগ্রহে জড়ায়ে,
না এলে হবে না আর, রোষ অভিমান,
চলিবার পথে কাঁটা দিবনা ছড়ায়ে।

যাই তবে, একবার মরণ বেলায়
আসি যদি, দেখা দিও এই অভাগায়।

# সারাসেন রণগীতি *

ভাগ্যের চেয়ে দ্রুততর ছুটে আসি,
ছুটি তুরন্ত তুরগে অট্টহাসি,
গজদন্তের দ্বারে তোমাদের কঠিন আঘাত হানি।
অস্তভূমির রাজা ম্রিয়মাণ,
সাবধান!

রচিনা শয়ন রেশমে ও কিংখাবে,
সুখশয্যায় এ পরাণ নাহি যাবে,
নারীর রোদন, শিশুর অস্ফুট বাণী
আমাদের ঘিরে ধ্বনিবেনা তাহা জানি।

---

* Warsong of the Saracens : James Elroy Flecker,

## সারাসেন রণগীতি

রাত্রে ঘুমাই তাঁবুর দড়িটি ঘেঁসে,
কলরবে জাগি, হুল্লোড়ে চলি হেসে
সূর্য চাঁদের বাতি জ্বলে পথে পথে,
হাওয়ার ঝাপ্‌টা লাগে চঞ্চল কেশে।

আমরা গিয়েছি অগোণা হাতীর দেশ,
মেরু-বল্‌ঘার কেল্লা করেছি শেষ,
রুমের ভগ্ন সৌধস্তূপে
তুলেছি জয় নিশান,
জ্বলেছে মোদের ভাগ্য তারকা,
বেজেছে খরকৃপাণ।
হিন্দুস্তান হতে হিস্পানপুর
কতবার গেছি, দূর হতে আরো দূর,
মৃত্যুফেনিল সাগর যেথায়
গরজে কলোচ্ছ্বাসে,
অকম্প্র বুকে ছুটে গেছি সবে
উদ্দাম উল্লাসে।

‘জালুলা’য় মোরা হেনেছি মরণাঘাত
ভীরুপ্রাণগুলি কম্পিত দিনরাত,
অসিতে ঘোষিয়া মৃত্যুদণ্ড,
বর্শা-ফলকে দুরাশা দর্প হরি’
দেশদেশান্তে চলেছে মোদের
মরণ-সওদাগরি।

## শীতরাত্রি

সায়র-স্বচ্ছ উজল দীপ্ত ঢালে
শত্রু-আঘাত ফিরাই যুদ্ধকালে,
ইস্তান্‌বুল পাহাড়ের চূড়া
ঋজু অনম্য, তেমনি মোদের ঢাল,
বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটে চলে যাই
পাথরে পাথরে বাজায়ে রুদ্রতাল।

রণতরঙ্গ সঘনে গরজি’ আসে,
ভীরু ও সাহসী শোণিত-সাগরে ভাসে,
মৃতের সমাধি মরুবালুকায়
আমরা চলিয়া যাই।
বিধাতার জয়! মিলিত কণ্ঠে
পথে পথে মোরা গাই।

# পরীর পরিহাস

'জানালা খুলিয়া তাকাবেনা কিগো মিসেস্ জিল্ ?'
বাগান হইতে মাথা দুলাইয়া কহিল পরী।
'জানালা খুলিয়া তাকাতে পারোনা মিসেস্ জিল্ ?'
কহিল সে পরী স্নিগ্ধ হাসিতে বাগান ভরি'।

বাতাস নিথর, চেরিশাখাগুলি কাঁপেনা আর,
জানালার নিচে লতাঝোপ তাও থির নিসাড়,
জানালা-বাহিরে তাকালোনা আর মিসেস্ জিল্,
বাগান ভরিয়া পরিহাস রাখি' গেল সে পরী।

'কি করেছ ওরা, কি করেছে হায়, মিসেস্ জিল্ ?'
ফুলবনে চাহি' উজ্জ্বল চোখে কহিল পরী।
'কোথায় তোমারে লুকায়ে রেখেছে, মিসেস্ জিল ?'
মেঘের মতন লঘুপায়ে নাচি' কহিল পরী।

রাতের চাদরে ঢেকে গেল ধীরে পাহাড়তল,
কালো কারখানা, উপরে উজল তারার দল,
হিমেল কুটীর, সাড়া নাহি দিল মিসেস্ জিল্,
বাগান ভরিয়া চপল চরণে নাচিল পরী।

* The Mocking Fairy : Walter de la Mare,

## চারণ *

উতলা বাতাস ডাকে আমাদের, দ্রুতপদে ছুটে যাই,
বনে বনান্তে দূর পথে পথে মিলায় প্রতিধ্বনি,
বাঁশরীর সুরে গান গেয়ে চলি, কণ্ঠে সুর মিলাই,
সারা দুনিয়ায় ঘর আমাদের, সবারে আপন গণি।

গান গেয়ে যাই হারানো দিনের, হারা-নগরীর গান,
দূর অতীতের সুন্দরীদের রূপ-যৌবন-স্মৃতি,
সুদূর যুগের অসি-ঝঞ্ঝনা, রাজমুকুটের মান,
সুখব্যথাভরা সরল জীবন মধুর করুণ গীতি।

কোন্ আশা মোরা করি আহরণ, কোন্ সে স্বপন বুনি?
অশান্ত বায়ু যেথা ডাকে, মোরা দ্রুতপদে ছুটে যাই।
ধরা নাহি দিই, প্রেম আরামের মন্ত্রণা নাহি শুনি,
উতলা বাতাসে জীবন-মন্ত্র—পথ চলি, গান গাই।

* Wandering Singers : Sarojini Naidu.

# তাঁতী *

এমন ভোরে তাঁতী, তুমি বুনছ বসে কি ?
ঝলমলানো রঙিন বসন বুনছ কাহার তরে ?
—মুনাল-পাখীর পাখার বরণ বসন বুনেছি,
নতুন শিশু সাজবে যে তাই বুনছি যতন করে।

দিনের শেষেও বুনছ তাঁতী, সন্ধ্যা ঘনালো,
এমন উজল বসনখানি বুনছ কাহার লাগি ?
—ময়ূরপঙ্খী ওড়না সুনীল-সবুজে জমকালো,
রাণীর বিয়ের ওড়না বুনি সন্ধ্যাসকাল জাগি'।

নিথর হ'ল আকাশ বাতাস, তাঁতী, একমনে
বুনছ কি এই হিম জ্যোছনায় ? ঘুমায় সকল জন।
বকের পালক যেমন শাদা, বুনছি যতনে
মেঘের মতন মিহিন চাদর শবের আবরণ।

---

* Indian Weavers : Sarojini Naidu.